সংবাদ

তারিখ 16 AUG 2016
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ১

বেসরকারি উদ্যোগে মাদ্রাসা বিস্তার নিয়ন্ত্রণ করুন

দেশে মাদ্রাসা শিক্ষার ৯৯ শতাংশই গড়ে উঠেছে বেসরকারি উদ্যোগে। বর্তমানে দেশে মাদ্রাসা রয়েছে ৯ হাজার ৩১৯টি। এর মধ্যে সরকারি প্রতিষ্ঠান মাত্র তিনটি। সে হিসাবে দেশে মাদ্রাসার ৯৯ দশমিক ৯৭ শতাংশই গড়ে উঠেছে বেসরকারি উদ্যোগে। এখানে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২৪ লাখ ৯ হাজার ৩৭৩। যার ৫৫ শতাংশই নারী। দেশের মোট শিক্ষার্থীর ৮ শতাংশ মাদ্রাসায় পড়াশোনা করে।

মাদ্রাসায় পাঠদানরত শিক্ষকদের ৮০ শতাংশের কোন প্রশিক্ষণ নেই। বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর (ব্যান বেইস) বাংলাদেশ এডুকেশন স্ট্যাটিসটিকস ২০১৫ শীর্ষক এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে– মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিকায়নের যত কথাই বলা হোক, তার প্রভাব এখনও এখানে এসে পড়েনি। এর ভাবমূর্তিতে তেমন কোন পরিবর্তন এখনও আসেনি। ৭৫ শতাংশ মাদ্রাসায় কোন বিজ্ঞানাগার নেই। এতে বিজ্ঞান বিষয়ে ব্যবহারিক শিক্ষাগ্রহণ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে শিক্ষার্থীরা। মাল্টিমিডিয়ার সুযোগ নেই প্রায় অর্ধেক মাদ্রাসায়। নেই কম্পিউটার। ঝরে পড়ার হারও মাদ্রাসায় বেশি। যেহেতু মেয়েরাই এখানে সংখ্যায় বেশি লেখাপড়া করছে তাদের মধ্যে ঝরে পড়ার হারও সর্বাধিক।

মোট কথা মাদ্রাসা শিক্ষা সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থার ধারার সঙ্গে একীভূত হওয়ার প্রশ্নে এখনও অনেক পিছিয়ে আছে। যার কারণে চাকরির বাজারেও মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের সুযোগ অনেক সীমিত। বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত মাদ্রাসাগুলোতে সরকারি মনিটরিং ব্যবস্থাও তুলনামূলক দুর্বল।

এখনও মাদ্রাসা শিক্ষা ও মাদ্রাসা স্থাপনকে ধর্মীয় কাজের অন্যতম পালনীয় হিসেবেই বিবেচনা করা হচ্ছে। সমাজের বিত্তশালী ব্যক্তি এবং আমলারা অবসরে যাওয়ার পর তাদের নিজ নিজ এলাকায় একটি মাদ্রাসা স্থাপনকেই বড় 'সোয়াবের' কাজ বলে মনে করেন এবং মাদ্রাসা স্থাপন করেন। ব্যাঙের ছাতার মতো সারাদেশে গড়ে উঠেছে মাদ্রাসা। কিন্তু এই মাদ্রাসা থেকে বের হওয়া শিক্ষার্থীরা মানবসম্পদের কোন স্তরে রয়েছে এবং তাদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ রয়েছে কিনা। তারা দেশের সম্পদ না বোঝা হয়ে দাঁড়াচ্ছে সে হিসাব এবং বিবেচনা কেউই করছে না। এমনকি সরকারও করছে না। মাদ্রাসা স্থাপনের অনুমতি দিয়েই যাচ্ছে সরকার।

সবচেয়ে বেশি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা হয়েছে ১৯৭২ থেকে ১৯৯০ পর্যন্ত সময়ে। এ ১৮ বছরে দেশে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা হয়েছে ৪ হাজার ৩৭৩টি। এরপর ১৯৯১ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত নতুন মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা হয় ১ হাজার ৯৬৭টি। এরপর ২০১৫ পর্যন্ত ৩৯৪টি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়।

মাদ্রাসা শিক্ষা একটি বিশেষ ধরনের শিক্ষা। এই পশ্চাৎপদ ও খণ্ডিত শিক্ষার ফলে এখান থেকে বেড়ে ওঠা শিক্ষার্থীরা সমাজ এবং দেশের উন্নয়ন ও অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারছে না। যেটা দরকার সেটা হচ্ছে মাদ্রাসা শিক্ষাকে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার মূল ধারার সঙ্গে একীভূত করে ফেলা। মাদ্রাসা শিক্ষার পাঠ্যপুস্তক ও সিলেবাস আধুনিকায়ন করে ধীরে ধীরে এ মাধ্যমকে সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে একীভূত করলে এর শিক্ষার্থীরা সব পেশার জন্য নিজেদের যোগ্যতর হিসেবে তৈরি করার সুযোগ পেত। এজন্য দরকার নীতি, কৌশল এবং সদিচ্ছার সঙ্গে মাদ্রাসা শিক্ষার ওপর সরকারের যথার্থ নিয়ন্ত্রণ। কিন্তু এর কোনটাই নেই। মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণ গোটা মাদ্রাসা শিক্ষার ওপর ক্ষীণ বললে কম বলা হবে না। শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে দ্রুতই মাদ্রাসা শিক্ষাকে সাধারণ শিক্ষার ধারায় একীভূত করার উদ্যোগ নিতে হবে। এখানে যে উদ্যোগ আছে তা কার্যকর হচ্ছে না। এ মুহূর্তে মাদ্রাসা শিক্ষার মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে এবং শিক্ষার্থীদের আধুনিক শিক্ষার উপকরণ দ্রুত সরবরাহ করতে হবে। একই সঙ্গে ব্যক্তি উদ্যোগে মাদ্রাসা স্থাপনের রাশ টেনে ধরতে হবে। দেশে অপরিকল্পিতভাবে মাদ্রাসা বৃদ্ধি চলতে দেয়া বাঞ্ছনীয় নয়।

—